রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ বৈশাখ ১৪১৪/৩০ এপ্রিল ২০০৭

এস, আর, ও নং ৬৪-আইন/২০০৭।—বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(খ) "নিরাপত্তা সেবা" অর্থ কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় বা প্রদত্ত নিরাপত্তামূলক সেবা;

(গ) "নিরাপত্তা প্রহরী" অর্থ কোন ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোন অপরাধ প্রতিরোধে কিংবা উক্ত সম্পত্তি অন্যের অবৈধ বা বেআইনী গ্রাস হইতে হেফাজত ও রক্ষণবেক্ষণার্থে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি;

(ঘ) "বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান" অর্থ বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কেন্দ্র, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(ঙ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(চ) "ব্যক্তি" অর্থে কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি-সংঘ, অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "লাইসেন্স" অর্থ বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(জ) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

৩। **লাইসেন্সের আবেদন ও লাইসেন্স ইস্যুকরণ।**—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট "ফরম-ক"-তে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন পত্রের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা :—

(ক) আবেদনকারীর ৫ (পাঁচ) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (আবেদনকারী কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘ, অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল পরিচালক ও অংশীদারদের ছবি);

(খ) আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদপত্র (আবেদনকারী কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘ, অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল পরিচালক ও অংশীদারদের);

(গ) আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি (আবেদনকারী কম্পোনী, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘ, অংশীদারী কারবার, সংঘ ও সমিতি হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল পরিচালক ও অংশীদারদের);

(ঘ) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি;

(ঙ) টি, আই, এন, সনদপত্র (Tax Identification Number (TIN) Certificate) এর সত্যায়িত কপি;

(চ) মূল্য সংযোজন কর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(ছ) আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ ব্যাংকের সনদপত্র;

(জ) আবেদনকারী কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘ, অংশীদারী কারবার, সংঘ বা সমিতি হইলে ক্ষেত্রমত উহার অংশীদারী দলিল বা মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের সত্যায়িত কপি এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(ঝ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জামানত হিসাবে টাকা ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ মূল্যের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র;

(ঞ) বিধি ৬ অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স ফিস-এর ব্যাংক-ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ট্রেজারী চালানপত্র;

(ট) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাসহ অবস্থান, অফিস একোমোডেশন, ব্যবসায় কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে উহার বিবরণসহ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিকল্পনা দলিলের অনুলিপি; এবং

(ঠ) যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি, যথা ঃ ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ, ইত্যাদির তালিকাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত আবেদনে উল্লেখিত তথ্যাবলী সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আবেদনকারীর প্রাক-পরিচিতি পুলিশের জেলা বিশেষ শাখা, নগর বিশেষ শাখা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনে উল্লিখিত স্থান সরজমিনে প্রদর্শন করিবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী পরীক্ষা ও যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার পর তথবিষয়ে একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এ বিধান অনুসরণ করিয়া লাইসেন্সের আবেদন মঞ্জুর করিবেন কিংবা ক্ষেত্রমত না মঞ্জুর করিয়া আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৬) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৫(৬) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন আবেদন দাখিল ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই বিধিতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধিমালার অধীন প্রতিটি লাইসেন্স 'ফরম-খ' অনুসারে ইস্যু করিতে হইবে।

৪। **লাইসেন্স গ্রহীতা ও সেবা গ্রহণকারীর উপর বাধা-নিষেধ**।—(১) লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, কোন নিরাপত্তা প্রহরীর নিকট হইতে নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১৩ অনুযায়ী সম্পাদিত চুক্তির যে কোন শর্ত ভঙ্গের বিষয়ে পক্ষদ্বয় লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত কোন কর্মকর্তা/নিরাপত্তা প্রহরী বিনা নোটিশে পলাতক হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/নিরাপত্তা প্রহরী যেই থানার অধীন সেই থানাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা এই ব্যাপারে জরুরীভিত্তিতে আইনানুগ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫। **লাইসেন্স গ্রহীতার জামানত বাজেয়াপ্তি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন কোন বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতারণামূলক কার্যক্রম অথবা দাখিলকৃত তথ্যাদি ভুল প্রমাণিত হইলে বা নিরাপত্তা জামানত ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবে অর্থের বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করা হইলে, উক্ত অভিযোগ প্রমাণ হওয়া সাপেক্ষে, তদকর্তৃক প্রদত্ত জামানত সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) কোন লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করিলে তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত জামানতের টাকা, উক্ত কার্যক্রম বন্ধ করিবার তিন মাস সময়ের মধ্যে তদ্‌বরাবরে বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিকে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৬। **লাইসেন্স ফিস, জামানত, নবায়ন ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ।**—(১) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানের স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স ফিস হইবে টাকা ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) এবং লাইসেন্স নবায়ন ফিস হইবে টাকা ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার)।

(২) লাইসেন্স নবায়নে ইচ্ছুক প্রত্যেক লাইসেন্সগ্রহীতাকে লাইসেন্স নবায়নের জন্য "ফরম-গ" অনুসারে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানকে জামানত হিসাবে টাকা ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) মূল্যের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সঞ্চয়পত্র লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর জমা করিতে হইবে এবং উক্ত অর্থ এই বিধিমালার অন্যান্য বিধির বিধান সাপেক্ষে ফেরতযোগ্য হইবে।

৭। **লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিল।**—(১) লাইসেন্সগ্রহীতাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাইবার সুযোগ না দিয়া এবং ক্ষেত্রমত তদন্ত না করিয়া কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে না।

(২) এই বিধির অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল হইলে উক্ত বাতিলকৃত লাইসেন্সের লাইসেন্সগ্রহীতাকে তাহার ব্যবসা অবসায়ন, দেনা-পাওনা পরিশোধ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মসম্পাদনের জন্য তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩ (তিন) মাস সময় প্রদান করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, এই সময়সীমা পুনঃ আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে।

৮। **নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান।**—(১) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম নবম শ্রেণী (শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন সনদসহ) উত্তীর্ণ হইতে হইবে; তবে এই বিধি প্রবর্তনের পূর্বে যাহারা নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে বেসরকারী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তাহাদের একটি তালিকা শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখপূর্বক লাইসেন্সিং ব্যবস্থাপকের নিকট প্রদান/সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর এই বিধিতে বর্ণিত ন্যূনতম শর্তাবলী পূরণকল্পে লাইসেন্স গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে, Service rules প্রণয়ন করিবে।

(৩) লাইসেন্স গ্রহীতা কর্তৃক নিরাপত্তা প্রহরী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের পূর্বে বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ৯(২) অনুযায়ী নিয়োগলাভের আবেদনকারীর প্রাক্-পরিচিতি নিশ্চিত করিতে হইবে এবং প্রাক্-পরিচিতি সম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তি প্রতি ১০০ (একশত) টাকা সরকাররের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/চালানপত্রের মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহীতা প্রদান করিবে।

(৪) লাইসেন্স গ্রহীতা নিয়োগের জন্য নির্বাচিত আবেদনকারীর প্রাক্-পরিচিতি যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২১ দিনের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্নকরতঃ প্রতিবেদন দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়া লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন এবং ইহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার/জেলা বিশেষ শাখা/নগর বিশেষ শাখা/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থাকে দিবেন।

(৫) পূর্বে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/নিরাপত্তা প্রহরীদের ক্ষেত্রে প্রাক্-পরিচিতি তদন্তের কাজ এই বিধি কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করাইতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (২) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত চাকুরী বিধিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে ন্যূনতম নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) নিরাপত্তা প্রহরীকে প্রাথমিকভাবে অন্যূন ৩ বৎসরের জন্য চাকুরীতে নিয়োগকরণ, যথাযথভাবে চাকুরিচ্যুতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও তৎসম্পর্কিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণের মানদণ্ড ও বেতন বৃদ্ধির (Increment) ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি পালন করিতে হইবে;

(গ) পোষাক পরিধান সম্পর্কিত বিষয়াদিসহ পরিচয়পত্র ব্যবহার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি থাকিতে হইবে;

(ঘ) আচরণ ও শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়াদি থাকিতে হইবে;

(ঙ) কল্যাণ তহবিল ও ভবিষ্য তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে তাহাদের চাঁদা প্রদান সম্পর্কিত শর্তাদি পূরণ করিতে হইবে;

(চ) চাকুরী হইতে পদত্যাগ ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর কোন পদে যোগদানের প্রয়োজনে নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে;

(ছ) চাকুরীর অবসায়ন সংক্রান্ত অনুসরণীয় পদ্ধতি ও প্রয়োগযোগ্য শর্তসমূহ থাকিতে হইবে;

(জ) কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের (Performance evaluation) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ঝ) ক্যারিয়ার প্লানিং থাকিতে হইবে;

(ঞ) প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে;

(ট) উপরি-উক্ত বিষয়ের উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে অন্য কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৯। **নিরাপত্তা প্রহরীর ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ**।—বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) ও এই বিধিমালার অধীন নিয়োগকৃত কোন নিরাপত্তা প্রহরীর মাসিক বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ হইবে সর্বসাকুল্যে ন্যূনতম টাকা ২,৭০০.০০ (দুই হাজার সাতশত)।

১০। **নিরাপত্তা প্রহরীদের পোষাক নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধানাবলী**।—বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১১ অনুযায়ী নিরাপত্তা প্রহরীদের জন্য পোষাক নির্ধারণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১১। **নিরাপত্তা প্রহরীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিধানাবলী**।—(১) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ৯(৩) অনুযায়ী নিরাপত্তা প্রহরীদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমীতে সম্পন্ন করিতে হইবে;

(২) প্রশিক্ষণ একাডেমী ন্যূনতম ব্যয়ে এইরূপ প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে এবং সমাপনান্তে সনদপত্র প্রদান করিবে।

১২। **নগদ অর্থ পরিবহন ও স্থির দায়িত্বে সশস্ত্র আনসার নিয়োগ সংক্রান্ত বিধানাবলী।**—(১) বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১২ (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ পরিবহন অথবা এই সকল প্রতিষ্ঠানের স্থির দায়িত্ব (Static duty) এর ক্ষেত্রে বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদার অনুসারে মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক সাধারণ আনসার অংগীভূতিকরণ নীতিমালা অনুসরণ করিয়া সশস্ত্র আনসার নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সশস্ত্র আনসার নিয়োগের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ পরিবহণের সময় নগদ অর্থ স্কর্ট গাড়ীতে, চালক ব্যতীত ন্যূনতম ৩×সশস্ত্র আনসার (১×পিসি, ২×আনসার), ১×সিকিউরিটি সুপারভাইজার (বেসরকালী নিরাপত্তা সংস্থার পক্ষে), ১×বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অবস্থান করিবে; উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে তদনুযায়ী সশস্ত্র আনসারের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত সশস্ত্র আনসারের সংখ্য আনসার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) স্থির দায়িত্বের (Static duty) ক্ষেত্রে পিসি/এপিসিসহ ন্যূনতম ৭ (সাত) জন সশস্ত্র আনসার নিয়োগ করিতে হইবে; উলেখ্য যে, প্রয়োজনীতার নিরিখে অতিরিক্ত সশস্ত্র আনসার নিয়োগ করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত সশস্ত্র আনসারের সংখ্যা আনসার কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবেন।

(৪) নগদ অর্থ পরিবহনের ক্ষেত্রে বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী সংস্থার সিকিউরিটি সুপারভাইজারের উপর উক্ত নগদ অর্থসহ সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তাইবে; অংগীভূত আনসারগণ কর্তব্যকালীন সময়ে সিকিউরিটি সুপাভাইজার-এর নির্দেশনামতে, আনসার-ভিডিপির গুলিবর্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিবে।

(৫) সংশিষ্ট বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান নগদ অর্থ পরিবহণ বাবদ বীমা করিবে।

(৬) নগদ অর্থ পরিবহনকালে পরিবাহিত অর্থ লুট বা ছিনতাই হইলে, বীমা নীতিমালা অনুযায়ী তাহা পরিশোধিত হইবে।

(৭) পরিবহনকৃত অর্থ লুট বা ছিনতাইয়ে বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থার ব্যক্তিবর্গ জড়িত মর্মে প্রমাণিত হইলে সংশিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থা উক্ত অর্থের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৮) বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পরিবহনকৃত অর্থ লুট বা ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে সংশিষ্ট ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৯) কোন আনসার সদস্য জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে উক্ত সদস্য/সদস্যগণের বিরুদ্ধে আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর প্রচলিত আইন/বিধিবিধান অনুযায়ী ফৌজদারী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, তবে সেইক্ষেত্রে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নামে সংশিষ্ট ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবহনকৃত নগদ অর্থের প্রয়োজনীয় প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে হইবে; অধিকন্তু উক্ত অর্থ লুট বা ছিনতাইয়ে কে বা কাহারা প্রকৃত জড়িত তাহা একটি নিরপেক্ষ (ডিবি/এসবি পুলিশ) তদন্ত কারী দল কর্তৃক তদন্তপূর্বক নির্ণয় করিতে হইবে এবং উক্ত তদন্তকালে সকল সংস্থার সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(১০) বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থার সহিত নিয়োগকৃত সংগীভূত আনসারদের আবাসন ব্যয়ভার নিরাপত্তা সংস্থা বহন করিবে।

(১১) নিরাপত্তা প্রদানকারী আনসার সদস্যগণ ক্যাশবাক্স বহনে কোনভাবে সম্পৃক্ত হইবে না; শুধু নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে থাকিবে।

(১২) বেসরকারী সংস্থার নিরাপত্তা প্রদানকালীন সময়ে দুর্ঘটনায় কোন আনসার সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে টাকা ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) এবং চিকিৎসা ব্যয়জনিত সর্বোচ্চ টাকা ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাইবে যাহা বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হইবে।

১৩। **আপীল**।—(১) এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইলে লাইসেন্স গ্রহীতা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের পনের দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট লিখিতভাবে আপীল আবেদন করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই মাসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল করিম

সচিব।

"ফরম-ক"

[বিধি ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

"বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান" হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন পত্র

বরাবর,

....

....

....

আবেদনকারী/ আবেদনকারীদের সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (৫ কপি)

মহোদয়,

আমি/আমরা বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১১ নং আইন) এবং উহার অধীন প্রণীত বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা বিধিমালা, ২০০৬ এর আওতায় বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতেছি। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ধরন (অংশীদারী ফার্ম/ব্যক্তি মালিকানাধীন/ কোম্পানী/নিবন্ধিত কোম্পানী) নিবন্ধন নম্বর ঃ

৩। ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থে কাগজপত্রে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত পার্টনার বা পরিচালকের নাম, জাতীয়তা, পেশা এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা (প্রত্যেকের দুই কপি করে সত্যায়িত ছবি এবং নমুনা স্বাক্ষরসহ) ঃ

৪। **আর্থিক অবস্থা** ঃ

(ক) দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের বিগত দুই বৎসরের আয়কর প্রতিবেদন (আয়কর অফিসার কর্তৃক পরিসম্পদ ও দায় এর সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপিসহ) ঃ

(খ) প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ ঃ

৫। অফিস একোমোডেশন এবং ব্যবহৃত যোগাযোগ উপকরণ যথা ঃ ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট সংযোগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি ঃ

৬। (ক) অংশীদার বা পরিচালকদের বিরুদ্ধে যদি কোন ফৌজদারী মামলা বিদ্যমান থাকে তবে তার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

(খ) অংশীদার বা পরিচালকগণ ইতোপূর্বে কোন ফৌজদারী মামলায় আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, উহার বিস্তারিত বিবরণ, যদি থাকে।

৭। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ— ঃ

(ক) নাগরিকত্ব সনদপত্র (সকল পরিচালকের) ঃ

(খ) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ঃ

(গ) টি, আই, এন, সনদপত্রের (Tax Identification Number (TIN) Certificate) সত্যায়িত কপি ঃ

(ঘ) মূল্য সংযোজন কর রেজিস্ট্রেশন সনদপত্রের সত্যায়িত কপি ঃ

(ঙ) আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ ব্যাংকের সনদপত্র ঃ

(চ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে—

(অ) মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এবং নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি ঃ

(আ) উহার মালিক, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণের নাগরিকত্বের সনদপত্র ঃ

(ছ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জামানত (ফেরৎযোগ্য) হিসাবে প্রদত্ত........ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা চালানপত্র ঃ

(জ) লাইসেন্সের ফিস বাবদ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুকূলে......... টাকার অফেরৎযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা চালানপত্র ঃ

৮। দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ ঃ

৯। ঋণ খেলাপী কি না ঃ

আমি/আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যাবলী সত্য। যদি কোন সময় উক্ত তথ্যাবলীর কোন একটি মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিলসহ আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর সীলসহ দস্তখত

তারিখ ঃ...................... খ্রিঃ বাং.......................................

বিঃ দ্রঃ—সংযুক্ত কাগজপত্রে নম্বর ও তারিখসহ একটি তালিকা দিতে হইবে।

"ফরম-খ"

[বিধি ৩(৭) দ্রষ্টব্য]

বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম

লাইসেন্স নম্বর ঃ...

প্রদানের তারিখ ঃ...

প্রথম লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ঃ...........................

বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠান বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আপনাকে এতদ্বারা বেসরকারী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার নিমিত্ত লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

বরাবর,

মেসার্স....................................

ঠিকানা....................................

শর্তাবলী ঃ

১। এই লাইসেন্স.................................. তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২। লাইসেন্সটি, বিধি ৭ এর শর্তসাপেক্ষে, হস্তান্তরযোগ্য নহে।

৩। লাইসেন্স গ্রহীতার সীল ও দস্তখতের মাধ্যমে লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করিতে হইবে।

৪। লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কাউকে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ প্রদান বা মনোনীত করিতে পারিবে না।

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

"ফরম-গ"

[বিধি ৬(২) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদনপত্র

আবেদনকারী/ আবেদনকারীদের সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (৫ কপি)

বরাবর,

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

....

....

মহোদয়,

বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা বিধিমালা, ২০০৬ এর আওতায়............................ তারিখে প্রাপ্ত বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নম্বর এর মেয়াদ আগামী.......................... তারিখ উত্তীর্ণ হইবে বিধায় উহা নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। নবায়নতব্য লাইসেন্স নম্বর, লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ ও লাইসেন্সের মেয়াদকাল (ফটোকপি সংযুক্ত)

৩। প্রতিষ্ঠানের ২(দুই) বৎসরের কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন (দুইপ্রস্থ)

৪। লাইসেন্সের শর্তাবলী কখনো ভঙ্গ করা হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ

৫। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবরে (অফেরৎযোগ্য) নবায়ন ফিস বাবদ.................টাকার ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা চালানপত্র

৬। লাইসেন্সীর (স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালকের) বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ

৭। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ

আমি বা আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যাবলী সত্য। যদি কোন সময় উক্ত তথ্যাবলীর কোন একটি তথ্য মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিলসহ আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তারিখ..........................

আবেদনকারীর নামসহ দস্তখত

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন, (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।